Finance

YEAR 2016

10 MINUTE SCHOOL

ALL BOARDS

গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লিমিটেড-এর সাধারণ শেয়ার ও অগ্রাধিকার শেয়ারের বাজারমূল্য যথাক্রমে ২৫০ টাকা ও ১৫০ টাকা। কোম্পানি এ বছর সাধারণ শেয়ার মালিকদের প্রতি শেয়ারে ১৫ টাকা লভ্যাংশ প্রদান করেছে এবং অতীতে কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত লভ্যাংশ ৫% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশের হার ১৬%। জনাব আলম উক্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগের চিন্তা-ভাবনা করছেন।

[সকল বোর্ড '১৬]

ক) কাম্য ঋণনীতি কী?

খ) শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টনকৃত মুনাফার অংশটি কী? ব্যাখ্যা করো।

গ) গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নিরূপণ করো।

ঘ) জনাব আলমের জন্য কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করা অধিক লাভজনক? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) কাম্য ঋণনীতি কী?

যে মূলধন কাঠামোতে তহবিল সংগ্রহের ব্যয় সর্বনিম্ন তাকে কাম্য ঋণনীতি বলে।

খ) শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টনকৃত মুনাফার অংশটি কী? ব্যাখ্যা করো।

শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টনকৃত মুনাফার অংশটি হলো লভ্যাংশ।

প্রতিষ্ঠানঃ মূলত তার লাভ বা মুনাফার পুরোপুরি অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করে দেয় না। একটি অংশ ভবিষ্যৎ অর্থায়নের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ শেয়ার মালিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয় এবং এই অংশকেই লভ্যাংশ বলা হয়। লভ্যাংশ সাধারণত দুই ভাবে দেয়া হয়। i) নগদ লভ্যাংশ ii) স্টক (শেয়ার) বা বোনাস (অধিবৃত্তি) শেয়ার।

গ) গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নিরূপণ করো।

গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ঃ

ধরি,

অগ্রাধিকার শেয়ারের লিখিত মূল্য = ১০০ টাকা

∴শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ = লিখিত মূল্য×লভ্যাংশের হার = ১০০× ০.১৬ = ১৬ টাকা।

আমরা জানি,

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০ = \frac{১৬}{১৫০} \times ১০০ = ১০.৬৭\%$$

আমরা জানি,

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়} = \frac{\text{শেয়ার মালিকদের প্রত্যাশিত লভ্যাংশ}}{\text{শেয়ার বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থ}} \times ১০০ = \frac{১৬}{১৫০} \times ১০০ = ১০.৬৭\%$$

∴অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় ১০.৬৭%।

∴অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় ১০.৬৭%।

ঘ) জনাব আলমের জন্য কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করা অধিক লাভজনক? বিশ্লেষণ করো।

জনাব আলমের জন্য কোন শেয়ারে বিনিয়োগ করা অধিক লাভজনক তা জানার জন্য উভয় শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় করতে হবে।

$$\text{সাধারণ শেয়ার মূলধন ব্যয়} = \left\{\frac{\text{লভ্যাংশ}_১}{\text{শেয়ার মূল্য}} + \text{বৃদ্ধির হার}\right\} \times ১০০$$

$$= \left\{\frac{১৫.৭৫}{২৫০} + ০.০৫\right\} \times ১০০$$

$$= ১১.৩০\%$$

এখানে,

$\text{লভ্যাংশ}_১ = \text{লভ্যাংশ}_০(১ + \text{বৃদ্ধির হার})$

$= ১৫(১ + ০.০৫) = ১৫.৭৫$ টাকা

$\text{শেয়ার মূল্য}_০ = ২৫০$ টাকা

$\text{বৃদ্ধির হার} = ০.০৫$

উদ্দিপকে জনাব আলম গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি লি. এ বিনিয়োগের চিন্তা ভাবনা করছেন। এক্ষেত্রে কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারের মূলধন ব্যয় ১০.৬৭% এবং সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় ১১.৩০%। তবে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগ জনাব আলমের জন্য অধিক লাভজনক। কারণ এক্ষেত্রে যে হার গ্লোবাল ইন্টারন্যাশনালের জন্য মূলধন ব্যয়, বিনিয়োগকারী হিসেবে জনাব আলমের জন্য তা প্রত্যাশিত মুনাফার হার। সাধারণত একজন বিনিয়গকারী অধিক মুনাফার হারি পছন্দ করেন। তাই সাধারণ শেয়ারের ব্যয় বেশি হওয়ায় জনাব আলমের জন্য তা অধিক লাভজনক।

অরুন চৌধুরী মেঘনা কোম্পানির ৩ বিঘা জমি জামানতের বিপরীতে ৮ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে তিনি কোম্পানির মালিকানা পাওয়ার প্রত্যাশায় বিনিয়োগের ধরণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন।

[সকল বোর্ড '১৬]

ক) বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে কোন বাজারে?

খ) কোম্পানির কোন বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

গ) অরুন চৌধুরীর বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি বর্ণনা করো।

ঘ) অরুন চৌধুরীর বিনিয়োগের ধরন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

10 MINUTE SCHOOL

উত্তর

ক) বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে কোন বাজারে?

বিনিয়োগকারীরা নিজেদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে সেকেন্ডারি মার্কেট বা মাধ্যমিক বাজারে

খ) কোম্পানির কোন বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

কোম্পানির অগ্রাধিকার শেয়ারে বিনিয়োগ করে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পাওয়া যায়।

বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে আয় প্রত্যাশা থাকলে অগ্রাধিকার শেয়ার একটি ভালো বিনিয়োগ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করার বিকল্প সুযোগ থাকে। অগ্রাধিকার শেয়ারমালিকরা নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পায় বিধায় শেয়ারমালিকদের আয়ের অনিশ্চয়তাও কম থাকে।

গ) অরুন চৌধুরীর বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি বর্ণনা করো।

অরুণ চৌধুরীর বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি হলো বন্ড।

যে দলিল বা চুক্তিপত্রের মাধ্যমে কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের থেকে ঋণ মূলধন সংস্থান করে তাকে বলা হয়। কোম্পানি বন্ডের বিপরীতে স্থায়ী সম্পত্তি বা দলিলপত্র জামানত হিসেবে রাখে। বন্ড মালিকরা কোম্পানির শুধুমাত্র পাওনাদার হিসেবে বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকে অরুণ চৌধুরী মেঘনা কোম্পানিতে ৪ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন এ বিনিয়োগের বিপরীতে মেঘনা কোম্পানি তিন বিঘা জমি জামানত হিসেবে রাখেন। যেহেতু বন্ডের ক্ষেত্রে কোন ঋণ প্রদানের বিপরীতে নিশ্চয়তা স্বরূপ স্থায়ী সম্পত্তি জামানত রাখা হয় এবং কোন প্রকার মালিকানা প্রদান করা হয় না। সুতরাং উদ্দীপকের অরুণ চৌধুরীর বিনিয়োগের ক্ষেত্রটি হল বন্ড।

ঘ) অরুন চৌধুরীর বিনিয়োগের ধরণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো ।

অরুণ চৌধুরীর বিনিয়োগের ধরণ পরিবর্তন সিদ্ধান্তটি একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

উদ্দীপকের অরুণ চৌধুরী প্রথমে দীর্ঘমেয়াদে মেঘনা কোম্পানির বন্ডে বিনিয়োগ করেন। কিন্তু বন্ডের ক্ষেত্রে কোন প্রকার মালিকানা না পাওয়ায় মালিকানা পাওয়ার আশায় বিনিয়োগের ধরন পরিবর্তন করেন অর্থাৎ তিনি বন্ডের বিপরীতে সাধারণ শেয়ার মালিকানা গ্রহণ করেন।
বন্ডের মালিকরা কোম্পানির ঋণদাতা হিসেবে গণ্য হয়। তারা নির্দিষ্ট হারে সুদ পায় কিন্তু কোম্পানি পরিচালনায় তাদের কোনো ভোটাধিকার থাকে না। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে যেমন মালিকানা পাওয়া যায় তেমনি কোম্পানির পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা যায়। সুতরাং বলা যায় কোম্পানির মালিকানা পাওয়ার প্রত্যাশায় অরুণ চৌধুরীর বিনিয়োগের ধরণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত সঠিক ও যথার্থ হয়েছে।

বিনিয়োগের ধরন নির্বাচন নির্ভর করে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সুবিধা-অসুবিধার উপর। প্রতিটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

জনাব শাফায়েত সাহেবের সাথে 'আফসান ব্যাংক' এর এমন সম্পর্ক রয়েছে যাতে তিনি অর্থ জমা, উত্তোলন এবং প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন।

[সকল বোর্ড '১৬]

ক) কোন ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করে?

খ) ব্যাংকিং কার্যক্রমে আর্থিক সচ্ছলতার প্রয়োজন হয় কেন?

গ) কার্যভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী 'আফসান ব্যাংক' কোন ধরনের ব্যাংক? বর্ণনা করো।

ঘ) জনাব শাফায়েত ও 'আফসান ব্যাংক' এর মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর

ক) কোন ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করে?

কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা প্রচলন করে।

খ) ব্যাংকিং কার্যক্রমে আর্থিক সচ্ছলতার প্রয়োজন হয় কেন?

ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সচ্ছলতার প্রয়োজন হয়।

অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসায় করার কারণে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বেশকিছু মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে অন্যতম হলো সচ্ছলতার নীতি। ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সচ্ছলতা প্রয়োজন। কারণ আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক তার দৈনন্দিন কার্যক্রম চালাতে ব্যর্থ হলে দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে। তাই ব্যাংকের আর্থিক সচ্ছলতা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

গ) কার্যভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী 'আফসান ব্যাংক' কোন ধরনের ব্যাংক? বর্ণনা করো ।

কার্যভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী 'আফসান ব্যাংক' একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। আমানত গ্রহণ ও ঋণদান ছাড়াও এ ব্যাংক মূলধন গঠন, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে।

উদ্দীপকে জনাব শাফায়েত সাহেবের সাথে আফসান ব্যাংকের সম্পর্ক রয়েছে। তিনি এ ব্যাংক থেকে অর্থ জমা, উত্তোলন এবং প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ স্বল্প সুদে বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে। আবার, অধিক সুদে ঋণগ্রহীতাদের ঋণ প্রদান করে। জনাব শাফায়েত সাহেবও আফসান ব্যাংক থেকে আমানতকারী হিসেবে অর্থ জমাদান এবং ঋণগ্রহীতা হিসেবে ঋণ সুবিধা ভোগ করেন, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং, কার্যভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী আফসান ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

ঘ) জনাব শাফায়েত ও আফসান ব্যাংক এর মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান? বিশ্লেষণ করো।

উদ্দীপকের জনাব শাফায়েত ও আফসান ব্যাংক এর মধ্যে ডেটর–ক্রেডিটর সম্পর্ক বিদ্যমান।

ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্কের মধ্যে একটি হলো ডেটর-ক্রেডিটর সম্পর্ক। গ্রাহক যখন ব্যাংকের কাছে টাকা জমা দেয়, তখন ব্যাংক ডেটর এবং গ্রাহক ক্রেডিটর হয়, আবার বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে যখন ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ নেয়।

উদ্দীপকে জনাব শাফায়েত সাহেবের সাথে আফসান ব্যাংকের এমন সম্পর্ক রয়েছে যাতে তিনি অর্থ জমা, উত্তোলন এবং প্রয়োজনে ঋণ নিতে পারেন।

জনাব শাফায়েত টাকা জমা দানের মাধ্যমে আমানতকারী এবং ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা হিসেবে দ্বৈত পক্ষের ভূমিকা রাখছেন। জনাব শাফায়েত যখন আফসান ব্যাংকে টাকা জমা দেন তখন ব্যাংক ডেটর এবং জনাব শাফায়েত ক্রেডিটর। আবার, জনাব শাফায়েত যখন ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করেন বা ঋণ নেন তখন জনাব শাফায়েত ডেটর এবং ব্যাংক ক্রেডিটর। সুতরাং, জনাব শাফায়েত ও আফসান ব্যাংকের মধ্যে গ্রাহক-ব্যাংকার সম্পর্ক বিদ্যমান।

আরশি ব্যাংক এবছর এস.এস.সি পাস দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের নতুন নতুন সেবা প্রদানের মাধ্যমে তারা ব্যাংকিং কাজকে সহজ করেছে। [সকল বোর্ড '১৬]

ক) সর্বনিম্ন কত সময়ের জন্য মেয়াদি আমানত করা হয়?

খ) স্কুল ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা করো ।

গ) বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে 'আরশি ব্যাংক' মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে কোন উদ্দেশ্য পালন করেছে? বর্ণনা করো।

ঘ) গ্রাহকদের জন্য 'আরশি ব্যাংক' কীভাবে ব্যাংকিং সেবা সহজ করে দিয়েছে বলে তুমি মনে করো?

উত্তর

ক) সর্বনিম্ন কত সময়ের জন্য মেয়াদি আমানত করা হয়?

সর্বনিম্ন এক মাসের জন্য মেয়াদি আমানত করা হয়।

খ) স্কুল ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা কর।

স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়, তাকে স্কুল ব্যাংকিং বলে।

স্কুল ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে স্কুলে ব্যাংকের শাখা খোলা হয়। শিক্ষার্থীরা উক্ত শাখায় স্কুল সঞ্চয়ী হিসাব খুলে তাদের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখতে পারে। এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হবার শিক্ষা দেওয়া হয়।

গ) বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে 'আরশি ব্যাংক' মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে কোন উদ্দেশ্য পালন করেছে? বর্ণনা কর।

বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে 'আরশি ব্যাংক' এর মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জনকল্যাণের উদ্দেশ্যটি সাধিত হয়েছে।

ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। এসকল উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে ব্যাংক সর্বস্তরের গ্রাহকের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পারে।

উদ্দীপকে 'আরশি ব্যাংক' এ বছর এস.এস.সি পরীক্ষায় পাস করা দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করেছে। বৃত্তি প্রদানের ফলে অসচ্ছল শিক্ষার্থীর তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। এভাবেই এ ব্যাংক তার মুনাফার একটি অংশ সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করেছে। এর মাধ্যমে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যটি বাস্তবায়ন হয়েছে। একই সাথে প্রাতষ্ঠানে পাশাপাশি মালিকপক্ষের সুনামও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই বলা যায়, আর শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে জনকল্যাণে অবদান রাখছে।

ঘ) গ্রাহকদের জন্য 'আরশি ব্যাংক' কীভাবে ব্যাংকিং সেবা সহজ করে দিয়েছে বলে তুমি মনে কর?

গ্রাহকদের জন্য 'আরশি ব্যাংক' ইলেকট্রনিক উপায়ে নতুন নতুন সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবাকে সহজ করে দিয়েছে।

আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে আকৃষ্ট করা ব্যাংক ব্যবসায়ের অন্যতম লক্ষ্য। পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হলে ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একই সাথে এর কার্যক্রমে গতিশীলতা আসে।

উদ্দীপকের 'আরশি ব্যাংক' গ্রাহকের জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পণ্য ও সেবা প্রদান করে। এ সকল পণ্য প্রবর্তনের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকের জীবনযাত্রার মান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে অর্থাৎ ব্যাংকটি গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করেছে।

‘আরশি ব্যাংক’ সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলির পাশাপাশি ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় গ্রাহকদের ২৪ ঘণ্টা ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। এর আওতায় রয়েছে ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, এটিএম (Automated Teller Machine), মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং ইত্যাদি সকল ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহণ করে গ্রাহকগণ স্বল্প সময়ে অর্নিরাপদে অর্থ আদান-প্রদান, হিসাবের বিবরণী জানা, বা বিল প্রদানের মাধ্যমে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ভোগ করছে। এ সকল সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আরশি ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য ব্যাংকিং সেবাকে সহজ করে।